দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 MAR 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

দৈনিক
ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৫

এক স্কুল এক শিক্ষক

পত্রিকান্তরে খবরটি প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র দিন দুই-তিন আগে। খবরের বিষয়বস্তু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে লইয়া। নীলফামারী সদর উপজেলার বারঘড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা এক। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবসর গ্রহণ করার পর হইতেই সবেধন নীলমণি একজনই বিদ্যালয়টি চালাইয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দুইশত। উক্ত শিক্ষক মাঝে-মধ্যে অনুপস্থিত থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল করে। খবরটি এতটুকুই। কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে একটি বিশাল ক্যানভাস। সেই ক্যানভাসে ধরা পড়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশা, ধরা পড়ে গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের অসহায় অবস্থা, ধরা পড়ে সংশ্লিষ্ট মহলের লজ্জাজনক ঔদাসীন্য, শম্বুকগতিসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনেক কিছু। আমরা দেখিতেছি যে, উক্ত প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দুইশত এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীসংখ্যা ঠিক যতখানি হওয়া উচিত বলা যায় ততখানিই। শিক্ষক না থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল করে বলিয়া উক্ত খবরে বলা হইয়াছে। কিসের জন্য প্রতিবাদ মিছিল? শিক্ষক ক্লাস নেয় না কেন, সেই জন্য? স্কুলে পড়াশুনা কেন হয় না, সেই জন্য? নাকি স্কুলে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য? আমরা ধরিয়া লইতে পারি, ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ আছে লেখাপড়ার দিকে। না হইলে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল কেন করিবে? স্কুল বন্ধ থাকিলে তো তাহাদেরই মজা হওয়ার কথা। অর্থাৎ অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, স্কুল এতবেশী বন্ধ থাকে যাহা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহাদের কচিকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে প্রতিবাদের ভাষা। ইহা দ্বারা কি হইতেছে? শিক্ষক সম্পর্কে তাহাদের অপরিণত মনোজগতে যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে উহা কি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কাঠামোর জন্য খুব একটা মঙ্গলজনক?

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখ করা দরকার। নীলফামারীতে কি কোন শিক্ষা অফিসার নাই? সেখানে কি কোন শিক্ষা অফিস নাই? যদি না থাকে তবে কেন নাই? আর যদি থাকে তবে প্রশ্ন হইল, তাহাদের কি জানা নাই এই ঘটনার কথা? নীলফামারী সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছেও কি এই খবর পৌঁছায় নাই? নাকি বিগত দুই বছরের মধ্যে নির্বাহী অফিসার এই খবর লওয়ার মত সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই? আমরা হতাশ হই—যখন এমন সব অভিযোগ পাওয়া যায় যে, গ্রামাঞ্চলে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের চেহারা এই রকমই করুণ এবং মর্মান্তিক। প্রাইমারী শিক্ষকের প্রায়ই স্কুল করার দায় থাকে না। কোনমতে ক্ষেত-খামার, সমিতি অথবা অন্য কোন ব্যবসায় করিয়া মাস কাবার করিলেই সরকারী মাহিনা আসিয়া জমে। তাই এক-একটি প্রাইমারী শিক্ষকের চাকুরী অত্যন্ত লোভনীয়। যিনি পান তাঁহার জন্যও এবং যিনি দেন তাঁহার জন্যও।

এইভাবে অদ্ভুত এক শম্বুকের শিং-এর উপর চড়িয়া চলিতেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এইভাবেই আমরা আগামী এগারো বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার স্বপ্ন দেখিতেছি! এইভাবেই আমরা অগ্রযাত্রার ঝাণ্ডা তুলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি! একটি প্রাইমারী স্কুলপিছু যদি একজন শিক্ষক হয় তাহা হইলে সেখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং চেহারা কি হইবে উহা সহজেই অনুমেয়। আমরা মনে করি, শিক্ষা বিস্তার করার যদি আদৌ কোন পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে এই ধরনের শিক্ষকহীন পরিস্থিতির অবসানে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আর একটু সক্রিয় এবং আর একটু যত্নবান হওয়া উচিত।